أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

(Book# 114/ز)

www.motaher21.net

قَالُوا رَبَّنَآوَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِينَ

‘হে আমাদের প্রতিপালক!কাফির দলের ওপর আমাদের জয়যুক্ত করো’ ।

Our Lord! Please give us victory.

সুরা: আল-বাক্বারাহ

আয়াত নং :-২৫০

وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهٖ قَالُوا رَبَّنَآ أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِينَ

যখন তারা জ্বালূত ও তার সৈন্যদের সম্মুখীন হলো, তখন বললো, ‘হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে ধৈর্যধারণের শক্তি দান করো এবং আমাদের পদগুলো সুদৃঢ় রাখো এবং কাফির দলের ওপর আমাদের জয়যুক্ত করো’ ।

২৫০ নং আয়াতের তাফসীর:

যে কোন ভালো কাজের শুরুতে মহান আল্লাহ্‌র নিকট দু ‘আ করা উচিত

তালূতের ঈমানদার ক্ষুদ্র সেনাদলটি যখন কাফিরদের কাপুরুষ সেনাদলকে দেখলেন তখন তারা মহান আল্লাহ্‌র নিকট করজোড় প্রার্থনা জানিয়ে বললেনঃ ‘হে মহান আল্লাহ্‌! আমাদের ধৈর্য ও অটলতার পাহাড় বানিয়ে দিন এবং যুদ্ধের সময় আমাদের পাগুলো অটল ও স্থির রাখুন! যুদ্ধের মাঠ থেকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন হতে আমাদেরকে রক্ষা করুন এবং শত্রুদের ওপর আমাদেরকে জয়যুক্ত করুন।’ তাদের এই বিনীত ও আন্তরিক প্রার্থনা মহান আল্লাহ্‌ কবূল করেন এবং তাদের প্রতি সাহায্য অবতীর্ণ করেন। ফলে এই ক্ষুদ্র দলটি কাফিরদের ঐ বিরাট দলটিকে তছনছ করে দেয় এবং দাঊদ (আঃ) -এর হাতে বিরোধী দলের নেতা জালূত মারা যায়। তালূত অঙ্গীকার করেছিলেন, যদি কেউ জালূতকে হত্যা করতে পারে তাহলে তিনি তার সাথে তার মেয়ের বিয়ে দিবেন এবং তার রাজত্বেরও অধিকারী করবেন। তালূত তার অঙ্গীকার পূরণ করেন। অবশেষে দাঊদ (আঃ) একচ্ছত্র সম্রাট হয়ে যান এবং বিশ্বপ্রভুর পক্ষ হতে তাকে নাবুওয়াতও দান করা হয় এবং শামাঊন (আঃ) -এর পর নবী ও বাদশাহ দু’ -ই থাকেন। এখানে ‘হিকমাত’ এর ভাবার্থ নাবুওয়াত। মহান আল্লাহ্‌ স্বীয় ইচ্ছানুযায়ী তাঁকে কয়েকটি নির্দিষ্ট বিদ্যাও শিক্ষা দেন।

অতঃপর ইরশাদ হচ্ছে, ‘যেমন মহান আল্লাহ্‌ বানী ইসরাঈলকে তালূতের মতো সঠিক পরামর্শদাতা ও চিন্তাশীল বাদশাহ এবং দাঊদ (আঃ) -এর মহাবীর সেনাপতি দান করে জালূত ও তার অধীনস্থদেরকে পরাজিত করেছেন, এভাবে যদি তিনি এক দলকে অপর দল দ্বারা অপসারিত না করতেন তাহলে অবশ্যই মানুষ ধ্বংস হয়ে যেতো। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছেঃ

﴿وَ لَوْ لَا دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَ بِيَعٌ وَّ صَلَوٰتٌ وَّ مَسٰجِدُ يُذْكَرُ فِيْهَا اسْمُ اللّٰهِ كَثِيْرًا﴾

মহান আল্লাহ্‌ যদি মানব জাতির এক দলকে অন্য দল দ্বারা প্রতিহত না করতেন তাহলে বিধ্বস্ত হয়ে যেতো খ্রিষ্টান, সংসার বিরাগীদের উপাসনা স্থল, গীর্জা, ইয়াহূদীদের উপাসনালয় এবং মাসজিদসমূহ যাতে অধিক স্মরণ করা হয় মহান আল্লাহ্‌র নাম। (২২নংসূরাহ্‌হাজ্জ, আয়াত নং৪০) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ

إِنَّ اللَّهَ لَيَدْفَعُ بِالْمُسْلِمِ الصَالِحِ عَنْ مِائَةِ أَهْلِ بَيْتٍ مِنْ جِيرَانِهِ الْبَلَاءَ.

‘একজন সৎ ও ঈমানদারের কারণে মহান আল্লাহ্‌ তাঁর আশ-পাশের শত শত পরিবার হতে বিপদসমূহ দূর করে থাকেন।’ (হাদীসটি য ‘ঈফ। তাফসীর তাবারী -৫/৩৭৪/৫৭৫৩, আলকামিল-২/৩৮২, ৩৮৩, আল মাজমা ‘উযযাওয়ায়িদ-৮/১৬৪, সিলসিলাতুযয ‘ঈফা-৮১৫) অতঃপর বর্ণনাকারী এই আয়াতটি পাঠ করেন। কিন্তু হাদীসটির সনদ দুর্বল। অন্য একটি দুর্বল হাদীসে আছে যে, মহান আল্লাহ্‌ একজন খাটি মুসলিমের সততার কারণে তার সন্তানদেরকে সন্তানদের সন্তানদেরকে, তার পরিবারকে এবং আশ-পাশের অধিবাসীদেরকে উপযুক্ত করে তোলেন এবং তার বিদ্যমানতায় তারা সবাই মহান আল্লাহ্‌র হিফাযতে থাকে। (হাদীসটি য ‘ঈফ। তাফসীর তাবারী -৫/৩৭৪/৫৭৫৪) একটি হাদীসে আছে যে, কিয়ামত পর্যন্ত প্রত্যেক যুগে তোমাদের মধ্যে সাত ব্যক্তি এমন থাকবে যাদের কারণে তোমাদের সাহায্য করা হবে, তোমাদের ওপর বৃষ্টি বর্ষণ করা হবে এবং তোমাদেরকে আহার্য দান করা হয়। (হাদীসটি য ‘ঈফ। মুসান্নাফ ‘আব্দুররায্যাক-১১/২৫০/২০৪৫৭)

অতঃপর মহান আল্লাহ্ বলেন, ‘এটা মহান আল্লাহ্র একটি নি ‘য়ামত ও অনুগ্রহ যে, তিনি এক দলকে অপর দল দ্বারা প্রতিহত করে থাকেন। তিনি প্রকৃত হাকিম। তার প্রতিটি কাজ হিকমাত পরিপূর্ণ। তিনি তাঁর দলীলসমূহ বান্দাদের নিকট স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন এবং তিনি সমস্ত সৃষ্ট জীবের ওপর দয়া ও অনুগ্রহ করতে রয়েছেন।

অতঃপর তিনি বলেন, ‘হে নবী! এই ঘটনাবলী এবং সমস্ত সত্য কথা আমি ওয়াহীর মাধ্যমে তোমাদেরকে জানিয়েছি। তুমি আমার সত্য নবী। আমার এই কথাগুলো এবং স্বয়ং তোমার নাবুওয়াতের সত্যতা সম্বন্ধেও ঐসব লোক পূর্ণভাবে অবগত রয়েছে, যাদের হাতে কিতাব রয়েছে। এখানে মহান আল্লাহ্ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভাষায় শপথ করে স্বীয় নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর নাবুওয়াতের সত্যতা প্রমাণ করেন।

জালূত সেই শত্রুদলের সেনাপতি ও দলনেতা ছিল, যাদের সাথে ত্বালূত ও তাঁর সঙ্গীদের সংঘর্ষ ছিল। এরা ছিল আমালেক্বা জাতি। সেই সময়ে এই জাতি বড় দুর্ধর্ষ যুদ্ধ-বিশারদ এবং বীর নামে প্রসিদ্ধ ছিল। তাদের এই প্রসিদ্ধির কারণে ঠিক যুদ্ধের সময় ঈমানদারগণ আল্লাহর নিকট ধৈর্য ও সুদৃঢ় থাকার তওফীক চেয়ে এবং কুফরীর মোকাবেলায় ঈমানের সফলতার জন্য দু'আ করেন। অর্থাৎ, (যুদ্ধের) পার্থিব উপকরণাদি গ্রহণ করার সাথে সাথে ঈমানদারদের জন্য অত্যাবশ্যক হল, এ রকম পরিস্থিতিতে আল্লাহর নিকট বিশেষভাবে প্রার্থনা করা। যেমন, বদরের যুদ্ধে নবী করীম (সাঃ) অত্যধিক কাকুতি-মিনতির সাথে বিজয় ও সাহায্য চেয়ে দু'আ করেছিলেন। মহান আল্লাহ তাঁর সে দু'আ কবুল করেছিলেন। ফলে অতীব অল্প সংখ্যক মুসলিম দল অধিক সংখ্যক কাফের দলের উপর জয় লাভ করেছিল।